ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
DECEMBER 2005

ARTICLES

Women's rights in the Nikahnama in Bangladesh : A critical study

An Application of Islamic Law in Bangladesh with Special Reference to Women

Real Estate-Its Defense System in Bangladesh: A Study

Internet Exposes a New Dimension in International Space: A Challenge to the Traditional Concept of Sovereignty

The International Criminal Court: A Remarkable Achievement Striving Against Global Political Setbacks

The Impact of Section 7 of the Muslim Family Laws Ordinance on the Validity of Talaq: A Legal Analysis

Muslim wives' right to maintenance in Bangladesh: the role of N.G.O's in Rajshahi District

Prevention of Crime in Islamic Criminal Law: Perspective Bangladesh

যৌতুক ঃ একটি সামাজিক ব্যাধি

সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আদালত অবমাননা, সাংবাদিকতা-প্রকাশনা ও তথ্যের অধিকার ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ঃ একটি পর্যালোচনা

Abstract on the Project Changing Pattern of Trade Union in Bangladesh

Abstract on the Project Protection of Human Rights in Criminal Justice: Bangladesh Perspective

CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY

December 2005

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by:
B T S Commercial Institute
Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:
Barendra Printing Press & Packaging
Supora, Biman Bandar Road, Rajshahi. Mob.: 01715-361984

Subscription Rates
For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)
For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

Rajshahi University Law Journal 2005

Editorial Board

Editor **Professor Dr. Begum Asma Siddiqua**
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Professor Dr. A B Siddique**
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Professor Dr. M Rabiul Hossain
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2005

Authors' Name	**Article**	**Page**
Dr. Begum Asma Siddiqua	Women's rights in the Nikahnama in Bangladesh : A critical study	1-10
Dr. Gazi Omar Faruque	An Application of Islamic Law in Bangladesh with Special Reference to Women	11-20
Dr. Md. Abdul Karim Khan	Real Estate-Its Defense System in Bangladesh: A Study	21-30
Md. Morshed Mahmud Khan Mohammad Osiur Rahman Mohammad Mahabubur Rahman	Internet Exposes a New Dimension in International Space: A Challenge to the Traditional Concept of Sovereignty	31-52
Dr. Mohammad Abdul Hannan	The International Criminal Court: A Remarkable Achievement Striving Against Global Political Setbacks	53-68
Muhammad Ekramul Haque	The Impact of Section 7 of the Muslim Family Laws Ordinance on the Validity of Talaq: A Legal Analysis	69-86
Sayeeda Anju	Muslim wives' right to maintenance in Bangladesh: the role of N.G.O's in Rajshahi District	87-96
Dr. Mohammad Abdul Hannan M Sahal Uddin	Prevention of Crime in Islamic Criminal Law: Perspective Bangladesh	97-110
জোবাইদা সুলতানা	যৌতুকঃ একটি সামাজিক ব্যাধি	111-128
মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইনঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	129-154
মুসতাক আহমেদ মো: সাহাল উদ্দীন	আদালত অবমাননা, সাংবাদিকতা-প্রকাশনা ও তথ্যের অধিকার: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	155-170
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা : একটি পর্যালোচনা	171-200
A F M Mohsin	Abstract on the Project Changing Pattern of Trade Union in Bangladesh	201
Muhammad Faiz-ud-Din M Abdul Hannan	Abstract on the Project Protection of Human Rights in Criminal Justice: Bangladesh Perspective	202

CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2005: **155-170**

আদালত অবমাননা, সাংবাদিকতা-প্রকাশনা ও তথ্যের অধিকার: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মুসতাক আহমেদ*
মোঃ সাহাল উদ্দীন**

ABSTRACT

Contempt of Court, Journalism, Publication and the Right to information are co-related. There exists an interlink among them. The role of Court and Media are barometer of the standard of a nation. To uphold a nations dignity judicial proceedings and freedom of expression must be kept free from all kinds of administrative control. In Bangladesh the higher court specially the Supreme Court of Bangladesh takes the immunity and the newspapers & newsmen take privileges from such kind of control. Freedom of expression is a constitutional fundamental right in Bangladesh. In exercising freedom of thought and expression the media of Bangladesh sometime violates the honor and dignity of the courts of Bangladesh which can be considered as contempt of court. In this article it has tried to specify to what extent the media (both electronics and prints) can exercise their absolute right at the time of reporting on court's decisions. Besides this, it has also tried to find out the existing laws regarding contempt of court in Bangladesh and to what extent those laws are applicable.

ভূমিকা: আদালত মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। জীবনের যেকোনো পর্যায়ে মানুষ যদি নিপীড়িত হয়, ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন ঐ-মানুষ ন্যায়-বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়। ন্যায়-বিচার এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের সার্বিক শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজন আছে। এর তাগিদেই আদালত তথা বিচার-ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের মর্যাদা ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য, তাদের যেকোনো প্রকার বাধা, অপমান বা বিরক্তি থেকে রক্ষা করতে এবং আইন-আদালতের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার জন্য আদালত অবমাননা ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে আদালত অবমাননা অতি সুপরিচিত অভিব্যক্তি। কিন্তু বাংলাদেশে এর পরিধি ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট নয়। এজন্য সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, আইনে পারদর্শী ব্যক্তি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকাশনা জগৎ, মানবাধিকারকর্মীরাও আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন।

* সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ-বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।
** প্রভাষক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

CamScanner

আদালত অবমাননা কী

আমরা ১৯২৬ সালে 'কনটেমপ্ট অব কোর্ট অ্যাক্ট' পেয়েছি 'যেখানে আদালত অবমাননার সংজ্ঞা দেয়া হয় নি'[১]। এ আইনে আদালত অবমাননার প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় নি। আদালত অবমাননা রোধে কার্যকর কোন পদক্ষেপেরও উল্লেখ এই আইনে নেই। সাধারণ অর্থে আদালত অবমাননা বলতে বিচার-প্রশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধা, বিচারককে অসম্মান করা বা তার আদেশ অমান্য করা বুঝায়। ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনে আদালত অবমাননার সংজ্ঞা না দেয়া হলেও পরবর্তীতে এ-সংক্রান্ত একটি বিলে বলা হয় 'যে কেউ মুখের কথায় বা লিখিতভাবে বা কোনোরূপ সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা বিচারপ্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে বা বাধা প্রদান করে কিংবা হেয় করে বা অবজ্ঞা করতে উদ্যত হয় বা আদালতের কর্তৃত্বকে হেয় করে তাহলে সে আদালত অবমাননা করেছে বলা যায়।

অসল্ড এবিষয়ে প্রথম ইংল্যান্ডে গ্রন্থ রচনা করেন[২]। তিনি বলেন, আদালত আবমাননা বলতে এমন কোন আচরণকে বুঝায় যা আইনের কর্তৃত্ব ও প্রশাসনকে অসম্মান প্রদর্শন করে কিংবা বিচারাধীন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে[৩]। হ্যালসবেরী বলছেন, মুখের কথায় বা লিখিতভাবে বিচার প্রশাসনে বাধা দেয়া বা বাধা দিতে উদ্যত হওয়া আদালত অবমাননা[৪]। বিচারপতি উইলিয়াম বলেন, আদালতের নোটিশ, আদেশ, অথবা ডিক্রির মাধ্যমে কোন পক্ষ কর্তৃক যা করতে বলা হয় তা না করা অথবা যা করতে নিষেধ করা হয় তা করাই হচ্ছে আদালত অবমাননা[৫]। ভারতীয় আদালতের বিচারপতি নিয়োগী বলেন, আদালত অবমাননা পুর্ণাঙ্গভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। কোন কিছু যা বিচারের হস্তকে ব্যাহত করে, তাই হচ্ছে আদালত অবমাননা[৬]।

---

[১] রাব্বানী, বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম, (২০০২), আদালত অবমাননার পারিভাষিক অর্থ, ২২ মার্চ ২০০২, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা।

[২] Oswald: *The Contempt of Court*, 1890:3, England.

[৩] Ibid.

[৪] Halsbury's Law of England, Vol-7, P-286.

[৫] *Miller v. Knox* (1878) 4 Bing (N: C), 574-586.

[৬] সিদ্দিক, এ. বি.(১৯৯৪)। আদালত অবমাননা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। *আই.বি.এস.জার্নাল*। সংখ্যা- ১৪০০:১। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী।

CamScanner

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মতে, যে সকল আচরণ বিচারক ও বিচারালয়কে অবজ্ঞা বা হেয় প্রতিপন্ন করে বা করতে উদ্যত হয় তাকে আদালত অবমাননা বলে[৭]।

লর্ড রাসেল বলেন, "কোনো কৃতকার্য বা প্রকাশিত লেখা যা আদালত বা বিচারকের অবমাননা করেছে বলে ধরে নেয়া হয় অথবা যা আদালতের অথবা বিচারকের কর্তৃত্বকে ছোট করে তা আদালত অবমাননা"[৮]

মোট কথা, আদালত অবমাননা হলো- The act of contemning or despising; the feeling with which one regards that which is esteemed mean, vile, or worthless; disdain; scorn[৯].

আদালত অবমাননা আইনের উদ্দেশ্যঃ

আদালত অবমাননা আইনের আসল উদ্দেশ্য যতটা-না আদালতের মর্যাদা রক্ষা করা, তার চেয়ে অনেক বেশি আইনি প্রক্রিয়ার ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করা[১০]। বলা হয়, সমাজের মঙ্গলের জন্যই আইনের সৃষ্টি। তার মানে জনগণের কল্যাণই হচ্ছে আইন[১১]। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য আইনের সৃষ্টি। তাই জনগণের স্বার্থে আদালতের আবির্ভাব। সমাজবদ্ধ মানুষের সংঘাত প্রশমন আইনের মাধ্যমেই সম্ভব। আইন-আদালতের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের অধিকারগুলো লাভের সুযোগ পায়। আইনের বিভিন্ন নীতি অনুসরনের দ্বারা সমাজের সকল মানুষের সুবিচার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ নীতিগুলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারে। ফলে যারা বিচার-ব্যবস্থার সাথে জড়িত, যারা সাধারণ মানুষদের নিয়ে কাজ করেন, তারা যেন অপমানিত কিংবা বাধার সম্মুখীন না হন তার জন্য পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা থাকা দরকার। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আদালত অবমাননা আইনের ধারণার উৎপত্তি হয়।

আদালত সম্পর্কে জনগণের মাঝে আস্থা স্থাপনের প্রয়োজন আছে। কারণ, আদালতের প্রতি গণমানুষের ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার অপরিহার্য শর্ত। একজন বিচারক বিচার-কাজ করতে গেলে অন্যের সমালোচনার মুখোমুখী হন। ফলে তিনি

---

[৭] *Green v.United States,* (1958), 356 US, p-677.

[৮] জনকণ্ঠ পাক্ষিক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০০।

[৯] http://www.brainydictionary.com/words/co/contempt147554.html

[১০] মাহমুদ, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন, সংবাদপত্র ও আদালত অবমাননা, ২৩ মার্চ ২০০৩, *দৈনিক যুগান্তর,* ঢাকা।

নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। এতে জনগণ আদালত ও বিচার-ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাবেন। বিচার-ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা অটুট রাখাই হচ্ছে আদালত অবমাননা আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

আদালতের প্রতি জনগণের আস্থা অটুট রাখতে হলে বিচারকদের মর্যাদা, ক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হয়। এক্ষেত্রেও অবমাননা আইন দরকার।

আদালত অবমাননা আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা মামলায়[১২] বলা হয়েছে:

১) বিচারকের মর্যাদা, দক্ষতা, এবং ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে জনগণের অর্ন্তনিহিত বিশ্বাস বজায় রাখা আদালত অবমাননা আইনের উদ্দেশ্য যেনো জনগণ আদালতের রায়, আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাকে সম্মানের চোখে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে।

২) বিচারকগণ যাতে সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে ন্যায় বিচার সম্পন্ন করতে পারেন সে ব্যাপারে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা আদালত অবমাননা আইনের উদ্দেশ্য[১৩]।

আদালত অবমাননা: বিবর্তনের প্রেক্ষাপট

আদালত অবমাননা আইনের বিকাশ একদিনে হয় নি। ইতিহাসের হাত ধরে নানা উত্থান-বিকাশের মধ্য দিয়ে আদালত অবমাননা আইন বর্তমানে এসেছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আইন মূলত ব্রিটিশ কমন ল'জ থেকে এসেছে। ইংল্যান্ড দ্বাদশ শতাব্দী হতে আইনের জগতে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে[১৪]। প্রাচীন ইংল্যান্ডে রাজারা স্বর্গীয় প্রতিভূ হিসেবে পরিগণিত হতেন। তারা ছিলেন ন্যায়-বিচার ও সত্যের প্রতিরূপ। তাদের মুখের কথাই ছিল আইন। তারা কোনো অন্যায় করতে পারেন না বলে গণ্য করা হত। তারা নিজেরাই বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন। সময় ও কালের বিবর্তনে এক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে এবং কিছু বিশেষজ্ঞের কাছে বিচার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা অবশ্য রাজার নামে বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন।

প্রাচীন ভারতেও হিন্দু রাজারা তাদের উপদেষ্টা পরিষদের সহায়তায় এবং ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণে বিচার-কাজ পরিচালনা করতেন। মোগল আমলে বিচার-কাজ সম্পন্ন করার

---

[১১] সিদ্দিক,১৯৯৪.

[১২] *রাষ্ট্র বনাম মীর আবদুল কাউয়ুম* মামলা (১৯৬৪), ১৬ পিএলডি, পৃ. ৯০।

[১৩] সিদ্দিক, ১৯৯৪।

জন্য বাদশাহ কাজী নিয়োগ করতেন। এই কাজীরা কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে বিচার-কাজ সম্পন্ন করতেন। কাজীরা আইন অবমাননাকারীদের শাস্তি দিতেন।

ইংরেজ আমলে ১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সনদ প্রদান করলে কোম্পানী অন্যান্য অধিকারের সাথে এদশে আইন প্রণয়ন করার অধিকার অর্জন করে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়। সকল প্রকার বিচার প্রশাসন এই কোর্টের আওতায় আসে।

গর্ভনর জেনারেল মিন্টো ১৯০৮ সালে একটি আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। এই আইনের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত: হাইকোর্টগুলো আদালত অবমাননা হতে যেনো নিজেদের রক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়ত: হাইকোর্টের অধ:স্তন কোর্টগুলোর অবমাননার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতা প্রদান করা।

পরবর্তী সময়ে ১৯২৬ সালে আদালত অবমাননা আইন প্রবর্তন করা হয় যা মূলত ব্রিটিশ কমন ল' এর ভিত্তিতেই প্রণীত হয়েছে। এই আইনটি বর্তমানেও বলবৎ রয়েছে[১৫]। বর্তমানে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিভিন্ন আইনে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন, ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান অন্যতম।

বাংলাদেশের সংবিধান, আদালত অবমাননা ও সংবাদক্ষেত্র:

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় বাকস্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার প্রদত্ত হয়েছে তা নানাবিধ কারণে যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন[১৬]। কিন্তু চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা কোনো বাধানিষেধের অধীন নয়। চিন্তা ও বিবেক সম্বন্ধে রাষ্ট্র কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ করবে না; প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করবেন চিন্তা ও বিবেকের

---

[১৪] Ramchandran, *The Contempt of Courts.* (1952) p-13.

[15] সিদ্দিক, ১৯৯৪।

[16] আজফার আজিজ, (২০০০:১০) *গণমাধ্যম আইন*, বিসিডিজেসি, ঢাকা।

CamScanner

প্রকাশকে। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা সভ্য দেশের সকল নাগরিকের একটি বহুল বাঞ্ছিত অধিকার। আমাদের সংবিধান এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাকস্বাধীনতা

মুক্ত ও অবাধ আলোচনা বাকস্বাধীনতার অন্তর্গত এবং এই আলোচনার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে কথা বলবার স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার অন্তর্গত।

ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা

এই স্বাধীনতার এলাকা এবং পরিধি বাকস্বাধীনতার এলাকা ও পরিধি হতে বহুগুণ বৃহৎ। ধ্বনি, চিত্র, অভিনয়, ভঙ্গিমা, ব্যানার, ফেস্টুন অথবা এই শ্রেণীর অন্য মাধ্যম দ্বারা ভাবপ্রকাশ এই স্বাধীনতার অন্তর্ভূক্ত। ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা বলতে শুধু নিজের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকেই বোঝায় না, অন্যের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকেও বোঝায়। ভাবপ্রকাশের মধ্যে ভাবপ্রচারও অন্তর্ভূক্ত। প্রচারিত না হলে ভাবপ্রকাশ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন, লাউডস্পিকার প্রভৃতিতে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা

এই স্বাধীনতার অর্থ লিখবার এবং তা প্রকাশ করবার স্বাধীনতা। বস্তুত বাকস্বাধীনতা এবং ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকাশিত হবার পূর্বে ভাবপ্রকাশকে বাধাদান সাধারণ অবস্থায় অসিদ্ধ। স্বাধীন মানুষের মনে যে ভাবরাজি সর্বদা উত্থিত হয়, স্বেচ্ছায় সে তা জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারে। একে নিষিদ্ধ করা এই স্বাধীনতাকে নিষিদ্ধ করবার শামিল। প্রকাশিত হবার পর কিছু অন্যায় হয়ে থাকলে প্রকাশকই দায়ী। প্রচারের স্বাধীনতা ও সম্পাদনা বিভাগে চাকরির স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা অন্তর্ভূক্ত। বিজ্ঞাপন, লিফলেট, প্রচারপত্র প্রকাশ করাও এই স্বাধীনতার অন্তর্ভূক্ত। তবে এই স্বাধীনতা কতিপয় সীমার অধীন–

ক. বাকস্বাধীনতার প্রথম সীমা: আদালত বা বিচার বা বিচারক সম্পর্কীয় উক্তিতে বিন্দুমাত্র অবমাননা প্রকাশ শাস্তিযোগ্য। বিচারকগণ অপাপবিদ্ধ অথবা বিচ্যুতিবিহীন মহামানব বা নরাবতার নন। কিন্তু মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিচারের ব্যাপারে

বিচারককে সমালোচনার উর্দ্ধে রাখা হয়েছে। বিচারকগণ বিচারকার্যের সময় যদি একটা নির্ভয়তার আশ্রয় উপলব্ধি না করেন, যদি তিনি বিত্তশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান লোকের বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কায় কম্পিত থাকেন তবে তার সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হতে পারে না। বিচারককে তাই সমালোচনার উর্ধে রাখা একটা বাঞ্ছনীয় রীতি। সবদেশেই কোনো বিচারককে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা কিংবা তার কাজে বাধা প্রদান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনো মোকদ্দমা যখন বিচারাধীন থাকে, তখন সেই মোকদ্দমার ফলাফল সম্পর্কে বিচারককে প্রভাবান্বিত করার কোনো চেষ্টা করা, বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা, বিচারকের ন্যায্য আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন না করা প্রভৃতিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। Contempt of Court Act এবং দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা আদালত অবমাননা সম্পর্কীয় আইনের ধারক।

খ. বাকস্বাধীনতার দ্বিতীয় সীমা: যে উক্তিতে অন্যের অপযশ হয়, সেই অপযশ সৃষ্টিকারী লিখিত ও মৌখিক প্রকাশ বা উক্তি শাস্তিযোগ্য, অন্য কথায় বাকস্বাধীনতা অন্যের অপযশ কীর্তনের অধিকার দেয় না।

গ. বাকস্বাধীনতার তৃতীয় সীমাঃ বাকস্বাধীনতা মানুষকে অশ্লীল হবার অধিকার দেয় না। যে উক্তি, যে সাহিত্য বা যে চিত্র মানুষের কাম-রিপুকে উদ্দীপ্ত বা উজ্জীবিত করে তা প্রকাশের অধিকার সভ্যসমাজে অস্বীকৃত। শ্লীল এবং অশ্লীলের মাঝখানে যে সীমারেখা টানা হয়েছে যুগে-যুগে তা পরিবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়েছে– সেই সীমারেখা অতীব জটিল এবং সুক্ষ্ম। আইন দর্শনের সূত্র এই যে, যা মানুষকে কুলষিত করে তাই অশ্লীল। কিন্তু কোনটা মানব মন কুলষিত করে, কোনটা করে না, সে প্রশ্ন অতি দূরূহ। এই সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত।

ঘ. বাকস্বাধীনতার চতুর্থ সীমাঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক মৌখিক এবং লিখিত সমস্ত উক্তি আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেসব উক্তি মানুষের মনে রাষ্ট্রের প্রতি হিংসা বা ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে, সে সমস্ত উক্তি বাকস্বাধীনতার পর্যায়ভূক্ত নয়। এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যেকোনো বিশেষ দলের সরকারের সমালোচনা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভূক্ত নয়। যে উক্তিগুলো নাগরিকবর্গের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে রাষ্ট্রের ধ্বংসের কাজে উৎসাহিত করে, সেই সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত।

CamScanner

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখবার প্রয়োজনে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ন্যায়ত এবং স্বভাবত এই দাবী করতে পারে যে, রাষ্ট্রের সমস্ত নর-নারী রাষ্ট্রের প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকবে। রাষ্ট্র যে সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সরকারের গৃহীত নীতি এবং পদ্ধতি কখনই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। কিন্তু যে সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, কোনদিনই সেগুলো সমর্থিত হতে পারে না। কোনো উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক আর কোনটা নয়, তা নির্ভর করে বক্তার মনের ভাবের উপর এবং যাদের সামনে উহা প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মানসিক অবস্থার উপর এবং সর্বশেষে স্থান ও কালের উপর।

ঙ. বাকস্বাধীনতার পঞ্চম সীমা: শান্তিভঙ্গমূলক কোনো লিখিত বা মৌখিক উক্তি আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয়। দেশে এবং সমাজে শান্তি অক্ষুন্ন রাখবার দায়িত্ব সরকারের; তাই এই দায়িত্বের পরিপন্থী কোনো কার্যকে সরকার বরদাস্ত করে না। যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কিছু বলেন বা লিখেন বা অন্যভাবে প্রকাশ করেন, যার দ্বারা দেশের বিভিন্ন সমাজ এবং শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণার ও হিংসার উদ্রেক হয় তবে তিনি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। কোনো অলিআল্লাহ, পীর, ফকির বা দরবেশের বিরুদ্ধে, কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে, কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা পেশার বিরুদ্ধে অসত্য উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ন্যায্য আলোচনা কিংবা কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃষ্টিমূলক রচনা প্রভৃতিতে প্রাসঙ্গিক উক্তিসমূহ সীমাহীনভাবে অশোভন না হলে আপত্তিজনক হয় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে গণতান্ত্রিক সমাজে বাকস্বাধীনতা অতি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হলেও যেখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন বিদ্যমান সেখানে এই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণযোগ্য। নিরাপত্তা শব্দের আভিধানিক অর্থ আপদহীনতা। রাষ্ট্রকে বিপদ হতে মুক্ত রাখবার স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থ বলা হয়। এর একটি অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক দিক আছে। সমাজতন্ত্রের প্রচার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা স্বার্থের পরিপন্থী নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের সংবিধান নিজস্বভাবে এক প্রকার সমাজতন্ত্রের উগদাতা, মেহনতি জনতার বিপ্লব প্রচার করাও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অনুকূল, যদি সেই বিপ্লব সশস্ত্র না হয়।

চ. বাকস্বাধীনতার ষষ্ঠ সীমা: বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্টকারী কোনো কিছু সমর্থনীয় নয়। বিদেশী গণ্যমান্য লোকদের সম্বন্ধে কদর্য উক্তি করা, যে রাষ্ট্র

আমাদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়া প্রভৃতি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা যায়।

'যদিও সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা সীমাহীন, তবুও কিছু নিয়ন্ত্রণের জন্যে বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এখানে বাধাগ্রস্ত হয়[১৭]'।

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ চিন্তা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ১৮ ও ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে এই অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে[১৮]।" ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেরই মতামত প্রদানের ও মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে[১৯]।" স্বাধীনভাবে মতামত পোষণ এবং যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

সাংবাদিকদের বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গঃ

কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সাংবাদিকদের কয়েকটি বিশেষ অধিকার রয়েছে। যেমন, সংবাদের উৎস প্রকাশ না করার, স্বচ্ছ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের, বিচারালয়ে প্রবেশের অধিকার ইত্যাদি। বিচার আদালতে সব নাগরিকের মতো সাংবাদিকেরও প্রবেশাধিকার আছে। তবে আদালত কক্ষে স্থানাভাব হলে বিচারক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন[২০]।

কোনো প্রকাশনা আদালত অবমাননার দায়ে দোষী কি না তা নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়ঃ

বিভিন্নভাবে আদালত অবমাননার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো কোনো মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ করা যা আদালতের পবিত্রতা ও সম্মান ক্ষুন্ন করে অথবা আদালতের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে অথবা আদালতের উপর হস্তক্ষেপ

---

[১৭] হক, আবু নছর মোঃ গাজীউল, (১৯৯৬:২৩), *বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা*, এ্যামিক, ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

[১৮] (http://www.un.org/Overview/rights.html)

[১৯] (http://www.un.org/Overview/rights.html)

করে অথবা আদালতের কুৎসা রটনা করে বা সেই মর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করে কোনো প্রকাশনা আদালত অবমাননার পর্যায়ভূক্ত কি না তা নিম্নোক্ত বিচার্য বিষয়গুলো থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

আদালত সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু প্রকাশিত হয়েছে কী না:

আদালত সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু প্রকাশিত হয়েছে কী না তার উপর নির্ভর করে আদালত অবমাননার অভিযোগ গঠন করা হয়। কোনো প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কলাম, সাক্ষাৎকার বা লিখিত কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি আদালত সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাহলে তা আদালত অবমাননার সামিল হবে।

যেমন, *ইএমএস নাম্বধীরি বনাম টিএস নাম্বিয়া* নামক মামলার রায়ে[২১] কেরালার মূখ্যমন্ত্রী ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে এক প্রেস কনফারেন্সে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে 'An Instrument of Oppression' অর্থাৎ নির্যাতনের হাতিয়ার বলে ঘোষনা দিয়ে এ সম্পর্কিত তথ্য ও মন্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তখনই মন্ত্রী ও পত্রিকা আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন।

নিরপেক্ষ বিচারের ফলাফলকে প্রকাশনাটি প্রভাবিত করছে কী না:

আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয়ের গুনাগুণ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করলে বিচার কার্যক্রম প্রভাবিত হতে পারে। যা আদালতের কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপের সামিল। *প্রহ্লাদ বনাম চন্দ্রভূষণ* মামলায়[২২] আদালত ঘোষনা করে বিচারাধীন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা আদালত অবমাননা। এবং যে লেখা আদালতের বিচারাধীন মামলার ফলাফলকে প্রভাবিত করে সেই লেখা আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবে।

কোনো প্রকাশনা বিচারক সম্পর্কে বিরুদ্ধাচারণ করেছে কী না:

ক) কোনো প্রকাশনা অন্যায়ভাবে বিচারককে আক্রমন করে বক্তব্য প্রকাশ করলে তা আদালত অবমাননার সামিল। যেমন, *সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বনাম জাস্টিস অব বেঙ্গল* মামলায়[২৩] দি বেঙ্গলী নামক পত্রিকায় মি. ব্যানার্জী সম্পাদকীয়তে কলকাতা

---

[২০] আহসান, জিয়া হাবিব, সংবাদ বিষয়ক আইন, *দৈনিক যুগান্তর*, ১১ ডিসেম্বর ২০০২, ঢাকা।

[২১] AIR Punj 105: 1957 Cr L. J 657

[২২] AIR, Patna 144.

[২৩] 10 L.A, (1883).p 17.

আদালতের বিচারক মি. নরেশকে আক্রমন করে বক্তব্য প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্মের পবিত্র প্রতিমাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে বিচারক ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন এই মর্মে সুরেন্দ্রনাথ অভিযোগ করলে তিনি আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন।

খ) কোনো প্রতিবেদন যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বা অন্যান্য আদালতের বিচারকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বা কুৎসা রটনা করতে উদ্যত হয় তবে সেই প্রতিবেদন এবং প্রতিবেদনটির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন। যেমন, বিচারককে অযোগ্য বলে প্রতিবেদন তৈরি করা। *ব্রহ্মপ্রকাশ শর্মা বনাম উত্তর প্রদেশ স্টেট*[২৪] মামলায় বিচারপতি মুখার্জী বলেন, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিচারককে জড়িয়ে নিন্দাবাদ করা, তার চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে নিন্দাবাদ করার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আদালতকে আক্রমন করা।

গ) প্রধান বিচারপতির প্রশাসনিক কাজের সমালোচনা করা আদালত অবমাননা। *স্টেট বনাম মীর আব্দুল কাইয়ুম*[২৫] মামলায় বলা হয় এটি আদালতের প্রতি কুৎসা রটনার সামিল।

ঘ) বিচারকের দুর্নীতি ও অপকর্মের নিন্দাসূচক অভিযোগ সংবলিত প্যামফ্লেট বা বই প্রকাশ করা *কে এল গাউবা,*[২৬] মামলা অনুসারে সুস্পষ্টভাবে আদালত অবমাননা।

ঙ) বিচারকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা গুরুতর আদালত অবমাননা। *স্যার এডওয়ার্ড স্নেলসন বনাম পশ্চিম পাকিস্তানের হাইকোর্টের জজগণ* মামলা[২৭] অনুসারে হাইকোর্টের বিচারপতিগণের পদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এডওয়ার্ড স্নেলসন আদালত অবমাননার দায়ে দন্ডিত হন। 'পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট দুই হাজার টাকা জরিমানা করেন'[২৮]

বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে প্রকাশক জানতেন কী নাঃ

আদালত অবমাননাকর কোনো প্রতিবেদন কারো পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে কিন্তু তিনি (সম্পাদক) তা জানতেন না এমন দাবী করলেও ঐ সম্পাদক আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবেন এবং মিথ্যা অজুহাতে রেহাই পাবেন না। যেমন, বিচারপতি উড্রফ

---

[২৪] S.C.R 1169 (1953) pp 1177.
[২৫] PLD, (1964) WP
[২৬] AIR, (1942) Lah.
[২৭] 16 DLR (SC) (1964) 535.
[২৮] রাব্বাণী, ২০০২।

মতিলাল ঘোষ মামলায় মন্তব্য করেন যে, অবমাননাকর বিষয় সংবাদপত্রে ছাপানোর ব্যাপারে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের দায়-দায়িত্ব সুস্পষ্ট, তারা বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে অবহিত থাকুন বা না থাকুন[২৯]।

মামলা দায়ের করা হচ্ছে এ-ব্যাপারে প্রকাশক অবহিত ছিলেন কী না:

কোনো বিষয় প্রকাশ করার পূর্বে প্রকাশক বা সম্পাদককে অবহিত থাকতে হবে যে ঐ বিষয় সম্পর্কে মামলা আসন্ন কি না। কেননা মামলা আসন্ন এমন বিষয় সম্পর্কে অবমাননাকর কিছু প্রকাশ করাও আদালত অবমাননা[৩০]। যেমন, *লী রয় ফ্রে বনাম প্রসাদ* মামলার প্রধান বিচারপতি এএন ভান্ডারী উল্লেখ করেন যে, সংবাদপত্রের প্রকাশককে আদালত অবমাননার অপরাধী করার পূর্বে আদালতকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে যে বিষয়টি সম্পর্কে কোনো আদালতে মামলা আসন্ন কি না[৩১]।

বিচার কার্যক্রমের ভুল বর্ণনা জনসাধারণকে আদালতের প্রতি আস্থাহীন করে তুলছে কী না:

আদালতের কার্যক্রমের ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ ছাপানো আদালত অবমাননাকর। যেমন, *জেসি মেহেদী রেজিস্ট্রার বনাম সি. ফ্রাঙ্ক মোরাশ* মামলায় উচ্চ আদালত রায়ে প্রকাশ করে "আদালতের কার্যক্রমের ভুল বর্ণনাযুক্ত বক্তৃতা অথবা লেখা যা আদালতের কুৎসা রটনা বোঝায় অথবা কোনো কিছু প্রকাশ করা যা আদালতের সিদ্ধান্তকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় এবং বিচার-ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করতে চায়, তাহলে তা নি:সন্দেহে আদালত অবমাননা[৩২]।

প্রকাশনায় আদালতের রায়ের সম্ভাব্য পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে কী না:

প্রকাশনায় আদালতের সম্ভাব্য রায়ের পূর্বাভাস আইন ও আদালতের বিচার-দক্ষতার নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে বিধায় এ-ধরনের পূর্বাভাস সমৃদ্ধ প্রতিবেদন আদালত অবমাননাকর। যেমন, *নগেন্দ্রনাথ দাস মামলায়*[৩৩] ঘোষনা করা হয় যে, "কোনো লেখার

---

[২৯] মাছউদ, এ. আর, (১৯৯০), আদালত, সরকারী কর্মরারী ও সংসদ অবমাননা আইন, ঢাকা।

[৩০] রহমান, ড. গোলাম, (২০০১)। সাংবাদিকের অধিকার, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ:বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনের আয়তন। *প্রান্তজন*। এমএমসি। ঢাকা।

[31] AIR, (1953) 60, 1953 Cr. L.J. 570

[32] AIR, (1951) Assam 201

[33] I Cal, 399, (1939) (S.B).

CamScanner

মাধ্যমে আদালতের সম্ভাব্য রায়ের পূর্বাভাস দিয়ে যদি মন্তব্য করা হয়- আইন ও ন্যায়-বিচার ঐরূপ রায়ের প্রতি পরাভূত হবে, তবে তা আদালত অবমাননার পর্যায়ভূক্ত"।

পত্রিকা একপাক্ষিকভাবে বিচার-কার্যের দলিল ছেপে অন্যপক্ষের ক্ষতি করছে কী না:

পত্রিকা একপাক্ষিকভাবে বিচার-কার্যের দলিল ছেপে অন্যপক্ষের ক্ষতি করছে এমন কিছু প্রকাশ করতে গেলে প্রকাশক ও সম্পাদককে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে তা আদালত অবমাননাকর। যেমন, *হেমন্ত কুমার দেবী বনাম সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার* মামলায়[৩৪] বলা হয়, "সংবাদপত্রে মামলার আর্জি/জবাবের অনুলিপি বা বিচারাধীন কোনো বিষয়ের অনুরূপ কোনো দলিলের অনুলিপি বা সার-সংকলনের প্রকাশনা যদি একপক্ষীয় হয় এবং অপরপক্ষের বক্তব্য প্রকাশ না করার জন্য যদি তার ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত গতে পারে"।

সংবাদপত্রে কোনো মামলার রায়ের উদ্দেশ্যমূলক প্রশংসা করা হয়েছে কী না:

সংবাদপত্রে কোনো রায়ের সাধারণ বর্ণনা বহির্ভূত কোনো প্রশংসাসূচক বক্তব্যের প্রকাশ পাঠকের মনে আদালতের পক্ষপাতশূন্য বিচারকার্যের প্রতি সন্দিহান করে তুলতে পারে। যেমন, *রতনলাল বনাম ঝিসুলাল পান্ডে* মামলায়[৩৫] প্রধান বিচারপতি আত্মচরণ বলেন, "সাধারনত: রায়ের প্রশংসা বা সমালোচনা আদালতের সহ্য করা উচিত নয়। কারণ এটি অবমাননাকর"।

গোপনভাবে অনুষ্ঠিত মামলার কার্যক্রম প্রকাশিত হয়েছে কী না:

প্রযোজনের তাগিদে অনেক সময় মামলার কার্যক্রম গোপনে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু কোনো সাংবাদিক আদালতের অনুমতি ছাড়া গোপনভাবে সেই মামলা সম্পকিত তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করলে তিনি আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবেন। যেমন, *লরেন্স বনাম এ্যামবেরী মামলা*[৩৬] অনুসারে বিচারকের খাস-কামরায় গোপনে অনুষ্ঠিতব্য মামলার কার্যক্রম প্রকাশ এবং মন্তব্য করা আদালত অবমাননা।

---

[34] 38 C.W.N (1933) 330
[35] AIR, (1952) Ajmer 33 (1)
[36] 91 L.T (1891), JO 230

রায় ঘোষণার পুর্বেই আসামীর ছবি ছাপানো হয়েছে কী না:

সংবাদপত্রে সংবাদ যেমন থাকে তেমনি থাকে অভিমত, মতামত, চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ছবি। কিন্তু কোনো মামলায় অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির ছবি ছাপানোর ব্যাপারে বাধ্যবাদকতা রয়েছে। যেমন, *দ্য ডেইলী মিরর মামলা*[৩৭] অনুসারে "বিচার কার্যক্রমে যেখানে আসামীকে সনাক্তকরণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে সংবাদপত্রে আসামীর ছবি ছাপানো আদালত অবমাননা।

পত্রিকা আদালতকে ডিঙ্গিয়ে তদন্ত করেছে কী না:

কোনো অপরাধে যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে আদালতে তার বিচার চলাকালীন কোনো পত্রিকা যদি ঐ অপরাধ সম্পর্কে স্বতন্ত্র তদন্ত পরিচালনা করে বা তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করে তবে তা আদালত অবমাননা করেছে বলে ধরে নেয়া হবে[৩৮]।

আসামী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্বেই পত্রিকা তা ছেপেছে কী না:

আদালতে গিয়ে অনেক সময় আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু কোনো পত্রিকা যদি আগেই তার সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বক্তব্য প্রকাশ করে তবে সেই পত্রিকা আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবে। যেমন, *নিউজ অব দি ওয়াল্ড* মামলায়[৩৯] পত্রিকাটি এ-কারণেই দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল।

কোনো মামলার অন্তর্বর্তীকালীন বিবরণী ছাপা হয়েছে কী না:

মামলার শুনানির পূর্বে আইনজীবীর ব্রিফ, বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর বক্তব্য, প্রতারণার অভিযোগ করে শপথনামা, রিসিভারের অর্ন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রকাশ করা আদালত অবমাননার পর্যায়ভূক্ত[৪০]।

হাইকোর্টের প্রশাসনিক কাজের সমালোচনা ছাপা হয়েছে কী না:

স্টেট বনাম মুহসিন তিরমিজার[৪১] মামলায় বলা হয়েছে হাইকোর্টের প্রশাসনিক কাজের সমালোচনাও অনেক ক্ষেত্রে আদালত অবমাননায় অভিযুক্ত হতে পারে।

---

[37] IK.B (1927).845.
[38] [R.V. Evening Standard, R.V. Manchester Guardian, R.V. Daily Express (1924) 40 TLR 83]
[39] 48 TLR (1932) 234
[40] Reppery 26 E.R 685/Bowden vs. Russel 461-J.
[41] P.L.D (1964) Lahore 434

CamScanner

বিচার বিভাগীয় আইনজীবী বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া হয়েছে কী না:
একজন বিচার বিভাগীয় আইনজীবী বা কর্মকর্তাকে দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য হিসেবে আখ্যা দেয়া এবং তা যদি সত্যও হয় তবে তার শাস্তি দাবী করা সম্পর্কীয় বক্তব্য বা অভিযোগই আদালত অবমাননা।

আদালত অবমাননা এড়াতে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত:

১. গুজবে কোনো সত্যতা বা বাস্তবতা নেই। তাই আদালত বিষয়ে প্রতিবেদন রচনার সময় গুজব এড়িয়ে চলাই উত্তম।

২. কথিত দায় এড়ানোর জন্য লেখা পরিহার করতে হবে। অভিযোগে প্রকাশ, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বা বিশ্বস্ত-সূত্র- এধরনের অস্পষ্ট, উক্তি-প্রত্যয় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. আদালত সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্য সত্য হতে হবে। প্রতিবেদনে কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত কথা পরিহার করতে হবে।

৪. বিচারকদের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত নয়।

৫. প্রতিবেদককে আদালতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের যতটুকু অধিকার আছে তিনি ততোটুকুই প্রয়োগ করবেন।

৬. দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী, দোষী আখ্যায়িত করা যাবে না।

৭. আদালতের সুনাম নষ্ট হতে পারে এমন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।

৮. অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও অভিযোগ সম্পর্কে লেখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৯. সঠিক ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে হবে। অনুমানভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করা যাবে না।

উপসংহার

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ, ইন্টারনেটের যুগ। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো দেশের নাগরিক ঘরে বসেই অন্য দেশের আদালতের অবমাননা করতে পারে। আর আমাদের দেশে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন দিয়ে আদালত অবমাননার বিচার করা আদৌ সম্ভব নয়। উক্ত আইন আদালত অবমাননার সুস্পষ্ট ধারণা ও তা রোধ কল্পে কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করতে পারে নি। উক্ত আইন সংশোধন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আদালত অবমাননা রোধ করা সম্ভব।

CamScanner

যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের কাছে ১৯২৬ আইনটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারপরেও অনির্ধারিত সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে এবং মামলার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে বিকশিত কিছু সীমার উপর ভিত্তি করে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং আদালতের মর্যাদা ও নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকারের দিকগুলো বিবেচনায় এনে আদালত অবমাননা আইন যুগের উপযোগী করা দরকার।